REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত।

৯ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২০শে ভাদ্র বুধবার ১৩২৯, ইংরাজী 6th September 1922. | ১৭শ সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ৵৹ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴৹ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১৹ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴৹ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া স্বয়ং আসিয়া বা করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

টাকার অষ্টোত্তর শতনাম।

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের কাস্তোদ্দীপক অনুকরণ। মূল্য মাত্র ৴৹ এক আনা। ও এক পয়সার ছয় খানা ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। পাইকারগণকে কমিশন দেওয়া হয়।

ম্যানেজার
জঙ্গিপুর সংবাদ অফিস।
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵৹ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল।
রঘুনাথগঞ্জ।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুকাল হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোকে, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শক্ত মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৶৹ ছয় আনা। তিন শিশি ২৷৹ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸৹ বার আনা ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহৌষধি। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকারীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্র সাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৹ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৵৹ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুভস্মাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোংর

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ২৮ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতেই ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৹
" " ছোট শিশি ১৸৹

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অনেকেই সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারদ, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সন্ধি বাত সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৸৹
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

ডাঃ কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ

—:০:—

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দ্বারভাঙ্গা সরকারি হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা ও ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

যাবতীয় দুর্ব্বোধ ও দুরারোগ্য ব্যাধি

রক্ত কফ প্রস্রাবাদি পরীক্ষা করিয়া

রোগ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্যাক্সিন ও এণ্টিটক্সিন আদি ইন্‌জেক্‌সন ও ঔষধ প্রয়োগ করতঃ আরাম করেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ—

কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া সুচিকিৎসকের সন্ধান করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুবিধা দূরীকরণের বিজ্ঞাপন এই দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান :—

প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত—নিজ বাসাবাটী ৫০।৩ হারশ মুখার্জ্জির রোড ভবানিপুর, কলিকাতা।

বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত—মেডিকেল বোর্ডে ১৯৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২০শে ভাদ্র বুধবার ১৩২৯ সাল।

চাউলের উল্‌টা বাজার।

—:০:—

অন্যান্য বৎসর রপ্তানি প্রসাদাৎ এই সময়ে টাকায় /৬ সের এমন কি /৫ সের পর্য্যন্ত চাউল বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে। এবারে রপ্তানী নাই বলিয়া এই দুরন্ত বর্ষাকাল অগ্রহায়ণ পৌষ মাসকে হার মানাইয়াছে। মোটা চাউল /৮॥০ সের দরে উঠিয়াছে। যাহারা আক্রা দরে চাউল বেচিয়া দু' পয়সা লাভ করিবার বাসনায় চাউল বাঁধাই করিয়াছিলেন। সেই মহার্ঘতাভিলাষী মহাযম মহাশয়গণের বাঞ্ছা পূর্ণ হইল না বলিয়া ভগবান বেটা কাঙ্গালের আশীর্ব্বাদ এবং তাঁহাদের অভিসম্পাতের ভাগী হইলেন। আমরা উঁহাদিগকে বলি—"নিশিদিন ভরসা রাখো! আক্রা একদিন হবেই হবে।"

কাপড় আমদানী।

—:০:—

৺পূজা আগত প্রায় দেখিয়া স্থানীয় দোকানদারগণ পূজার বিক্রয় জন্য কাপড় আমদানী আরম্ভ করিয়াছেন। নেতৃবৃন্দের বিলাতী বর্জ্জন সম্বন্ধে বক্তৃতায় কতদূর কাজ হইয়াছে তাহা কাপড়ের দোকানে গেলে বেশ উপলব্ধি হয়। দেশী কাপড় আমদানী না হইয়াছে এমন নহে তবে বিলাতী কাপড়ই যেন বেশী আসিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" বাঙ্গালীর মুখেই শোনা যায় কাজে সুদূর পরাহত। ম্যানচেষ্টারের বৃহস্পতি যতদিন একাদশে থাকিবেন ততদিন দেশী কাপড়ের কেন্দ্রে শনি ভোগ করিবেন। মুখ যত ফলে ক্ষেত তত ফলে কৈ?

অসময়ে বন্যা।

—:০:—

অন্যান্য বৎসর ভাদ্রের শেষভাগে জল কমিয়া যায়। এতদিন কলাই মুগ ইত্যাদি শস্য বপন আরম্ভ হইয়া থাকে। এ বৎসর ভাদ্র শেষ হইতে চলিল কিন্তু বন্যার জল কমা দূরে থাক বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। দেয়ারা অঞ্চলের অধিবাসীগণের দুঃখের অবধি নাই। একে একমুঠো খাদ্য ঘরে নাই, খাটুনি বন্ধ, ঘরে জল ঢুকিয়াছে, মেজেতে বাঁশের মাচাং করিয়া সপরিবারে অনাহারে সমুদ্রে শয্যা পাতিয়া দিনপাত করিতেছে। স্থানান্তরে যাইবার উপায় নাই। ভগবান এই কাঙ্গালগুলোকে দুখ দিবার জন্যই যেন সৃষ্টি করিয়াছেন।

কাপড়ের বদলে কাগজ।

—:০:—

পান্নালাল শোভাচাঁদ নামে এক মারোয়ারী গণেশ দাস ও পুরুষোত্তম দাস নামে দুইজন মারোয়ারীকে কাপড়ের জন্য ৭০০০৲ প্রদান করে, কিন্তু পরে কাপড়ের গাঁট খুলিয়া পান্নালাল শোভাচাঁদ দেখিতে পায় যে উহা সাদা কাগজে বোঝাই। জোড়া-বাগান পুলিশ কোর্টে মামলা চলিতেছে।

ফরাসী যুদ্ধজাহাজ সমুদ্র-গর্ভে

—:০:—

ব্রেষ্টের ২৬শে আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, "ফ্রান্স" নামক যুদ্ধ জাহাজ চোরা পাহাড় বা জলমগ্ন কোনও জাহাজাদির ভগ্নাবশেষের মধ্যে লাগিয়া আটকাইয়া গিয়াছে। ইঞ্জিন ঘরে জল ঢুকিয়া আগুন নিবিয়া গিয়াছে। জাহাজে ৯০০ জন আরোহী ছিল। ইহাদের মধ্যে তিনজনের কোনও খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। জাহাজখানা ৭০ ফিট জলের তলে ডুবিয়াগিয়াছে।

জাল নোট।

—:০:—

ধীরেন নামে একটী যুবক খড়দা বাজারে একখানি দশটাকার জাল নোট চালাইবার চেষ্টা করায় অভিযুক্ত হইয়াছে। সে একজন দোকানদারকে নোটখানি দেয় এবং তাঁহার নিকট টাকা চায়। দোকানদার নোটখানিকে জাল বলিয়া সন্দেহ করিয়া তখনই পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশ ধীরেনের নিকট আরও তিনখানি দশ টাকার জাল নোট পাইয়া তাহাকে হাজতে রাখিয়াছে এবং তাহার সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান চলিতেছে।

৺মতি লাল ঘোষ।

—:০:—

বঙ্গীয় সম্পাদকদের মধ্যে বর্ত্তমান প্রাচীনতম অমৃতবাজার পত্রিকার জগৎপ্রসিদ্ধ সম্পাদক, মতিলাল ঘোষ মহাশয় গত ১৯শে ভাদ্র (ইং ৫ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, ৭৭ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন)। শারীরিক অসুস্থতা হেতু ইনি দুই বৎসর হইতে কার্য্যত্যাগ করিয়া বিশ্রাম ভোগ করিতেছিলেন। মাসাধিক কাল হইতে নানা জটিল পীড়ায় আক্রান্ত হন। তাঁর অবস্থার জন্য আমরা প্রতিদিন উদ্‌গ্রীব থাকিতাম। এখন সব শেষ হইয়া গেল। অগ্রজ স্বর্গীয় শিশির বাবুর সহিত মিলিয়া এবং তাঁহার তিরোধানের পরে মতিবাবু নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা, দেশানুরক্তি, প্রভৃতি দ্বারা কিরূপে অমৃতবাজার পত্রিকাকে পত্রিকা সকলের মধ্যে শিরঃস্থানীয় এবং ইয়ুরোপীয় ও ইংলণ্ডীয়দের নিকট সুপ্রতিষ্ঠাপন্ন করেন, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। কেবল সম্পাদকতা নহে, সামাজিকতা, পরোপকারিতা, অমায়িকতা, নিরহঙ্কারিতা, ইত্যাদি গুণেও মতিবাবু সকলের আদৃত ও সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে যে মহা ক্ষতি হইল, তাঁহার শোকে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্র দুঃখে অভিভূত হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য। ঐ সকল ব্যতীত তাঁহার সহিত আমাদের ৫৩ বৎসর যাবৎ ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইহাতে আমাদের আঘাতের গুরুত্ব বাড়িয়াছে, তাঁহার আত্মীয়দিগকে আমরা আর কি সান্ত্বনা দিব।

কুকুরের উপর ট্যাক্স।

—:০:—

কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে কুকুরের উপরে ট্যাক্স বসিল, কুকুরের মাথা পিছু পাঁচ টাকা। যে কুকুরের কর্ত্তা ট্যাক্স দিবেন না—তাঁহার কুকুরকে মারিয়া ফেলা হইবে। সহরের কুকুর-ভক্তকুলে এবার কাঁদাকাটি পড়িয়া যাইবে।

ভল্লুকের সহিত যুদ্ধ।

—:০:—

কিছুদিন পূর্ব্বে ৪ জন মজুর মধ্য-ত্রিবাঙ্কুরের এক জঙ্গলে বাঁশ কাটিতে গিয়াছিল। এমন সময়ে একটা প্রকাণ্ড ভল্লুক ও ৬ইটী ভল্লুক-শিশু তাহাদিগকে আক্রমণ করে। দুইজন লোক তৎক্ষণাৎ গাছে উঠিয়া পড়ে এবং অন্য দুইজন দৌড়িতে থাকে। কিন্তু একজন দৌড়িতে দৌড়িতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া যায় এবং ভল্লুকটা তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করে। অপর লোকটী তাহার সঙ্গীর এই বিপদ দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়ায় এবং নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ভল্লুককে কুঠার দ্বারা এক আঘাত করে, ফলে ভল্লুক মারা যায়। আক্রান্ত লোকটী সামান্য মাত্র আঘাত পাইয়াছে; তাহাকে হাঁসপাতালে রাখা হইয়াছে।

মান্দ্রাজে কালাপাহাড়ের আবির্ভাব।

—:০:—

মান্দ্রাজের সরকারী প্রচার বিভাগের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৯২০।২১ সনে দাক্ষিণাত্যে অনেক স্থান হইতেই দেবমন্দিরের রথ পোড়ানর সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল। ইহার কারণ সম্বন্ধে এক এক জন এক এক রকম অনুমান করিতেছিলেন। পরে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল, উহা একই ব্যক্তির কাণ্ড। সে হিন্দু দেব-দেবীর শক্তি পরীক্ষার্থই এই সব কাজ করিতেছে। এই ব্যক্তির নাম সদাশিব চেট্টি ওরফে বিরূপ চেট্টি ওরফে চিন্ন স্বামী চেট্টি। সে ধর্ম্মপুরীর বাসিন্দা, তাহার বয়স মাত্র ১৯ বৎসর। ১৯২১ সনে জেল খাটিয়া আসার পর একটা রেল দুর্ঘটনায় তাহার বাঁ হাত কাটা পড়ে। পূর্ব্বে সে তাহার আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া ভবঘুরের মত বাহির হইয়া পড়ে এবং বৎসর খানেক

পরে আবার সে ফিরিয়া আসিলে তাহার জাত ভাইরা তাহাকে সমাজে নিতে আপত্তি করে। চিন্ন স্বামী ইহার প্রতিশোধ তুলিবার মানসে তাহাদের সমাজীদের একটা দেব মন্দিরে ও তাহার ভগ্নিপতির গোশালায় আগুন ধরাইয়া দিয়া পলায়ন করে। সে তখন সন্ন্যাসীর বেশে বাহির হইয়া ১৯২০ সনের মে হইতেই ১৯২১ সনের জানুয়ারি পর্য্যন্ত কাঞ্জিভরম, মায়াভরম, থিরুবল্ল মলয় প্রভৃতি স্থানে ১২টী দেবতার রথে আগুন ধরাইয়া দেয়। সে দুই তিনটা মন্দিরের দেবতাও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এক জায়গায় ধরা পড়াতে তাহার ছয়মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। সে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এ সব কথা স্বীকার করিয়া বলিয়াছে যে, তাহার অনিষ্ট করিবার দেবতাদের কোনও ক্ষমতা নাই এবং সে মনুষ্য মাংস খাইয়া দেখিবে কি হয়। আইনের হিসাবে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া প্রতিপন্ন না হইলেও তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য জেল-কর্ত্তৃ-পক্ষের উপর আদেশ হইয়াছে। মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে পাগলা গারদে প্রেরণ করা হইবে।

চামার কমিশনার।

—:০:—

গিরিডি মিউনিসিপ্যালীটীতে একজন চামার কমিশনার হইয়াছেন। ইহা আশ্চর্য্যের কথা নয়। লেজিস্লেটীভ কাউন্সিলের সদস্য পদ যখন তাঁহার স্বজাতি পাইয়াছেন তখন এ আর কি নূতন খবর? এক ভাই হিমালয় ডিঙ্গাইয়াছেন আর এক ভাই উই-ঢিপি ডিঙ্গাইবে তার আর ভাবনা কি?

বিদ্যুৎ না ভূতের বাড়ী !!

—:০:—

ফ্রান্সের টয় সহরে এক ভদ্রলোক একখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করেছেন। বাড়ীখানিতে পনর বৎসর লেগেছে। ইহাতে সমস্ত কার্য্যই বিদ্যুতের সাহায্যে হয়। কোন চাকর বেয়ারা বা দ্বারোয়ান নাই। সকলই বৈদ্যুতিক শক্তির বলে সেখানে করা হয়। বাড়ীর ফটক সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে। কেহ বাড়ীতে ঢুকিতে চাহিলে ফটকে একটী বৈদ্যুতিক চাবি আছে সেইটি টিপিতে হয়। টিপিবা মাত্র একটী আলোক এসে বাহিরের লোকের মুখে পড়ে এবং ভিতর থেকে কে যেন জিজ্ঞাসা করে—মশায় কে?—উত্তর দিবা মাত্র’ ফটক খুলে যায়; লোকটী বাড়ী ঢুকিবা মাত্র ফটক তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়; এবং বাড়ীর ভিতর ঢুকিবার পথ সমস্ত আলোকিত হইয়া উঠে। ঘরে ঢুকিবার উদ্যমেই পা-পোষে পা পড়িবা মাত্র কোথা হইতে ১টী ব্রুশ আসিয়া অমনি পায়ের জুতা সাফ করিয়া দিয়া যায়! খাবার ঘরেও এইরূপ ব্যাপার। কোন বাবুরচি ব্যায়ারা নাই। যেই টেবিলে ভদ্রলোক সকল বসিলেন, অমনি যখনকার যাহা’ ঠিক ঠিক সেই সকল দ্রব্য পরিবেশন হইতে লাগিল। মানুষের যখন যে’ প্রয়োজন, এইরূপ সমস্ত কার্য্যই বাড়ীখানিতে বিদ্যুতের সাহায্যে সম্পাদিত হয়। যেন সব ভূতে যোগায়। বিজ্ঞানের বলে মানুষ সবই করিতে পারে। কেবল পারেনা, যে সব করে, তাকে চিনিতে। বাহাদুরি আছে।

কেন ?

আমাদের জীবন দশা।

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ ইন্দ্রিয় সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন পদ্ধতি, মন সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদি বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়। এই সুযোগ অধিক দিন থাকিবেনা; অদ্যই পত্র লিখুন; বিলম্বে নিরাশও হইতে পারেন।

চন্দ্রপ্রভা বটিকা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন মেহ, মূত্র কৃচ্ছ, কোষবৃদ্ধি অর্শ, শ্বেত ও রক্ত প্রদর এবং সূতিকা রোগ দূর হয়। ১৬ ষোল বটিকা পূর্ণ এক কৌটার মূল্য কেবলমাত্র ১৲ এক টাকা।

লৌহভস্ম।

এই ভস্ম প্রস্তুত করিতে অতি মূল্যবান উপাদান সকল ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা রক্তকে গাঢ় এবং শরীরে শক্তি সঞ্চার করে এবং দেহ লৌহের মত শক্ত করে। মূল্য প্রতি তোলা ৫৲ টাকা মাত্র।

কবিরাজ—

মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের ভত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্ত ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৶৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকল ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ৷৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি
এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট
সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।
রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা
পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ. বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

অপেরীণ।

সর্ব্ব প্রকার ফোঁড়া, ব্রণ, বাগী, ফুলা এমন কি পৃষ্ঠব্রণ, ভগন্দর প্রভৃতি কঠিন ও অসাধ্য রোগের অব্যর্থ এবং একমাত্র মহৌষধ। যাহারা অস্ত্র চিকিৎসার বিপক্ষ এবং ইহাতে ভীত হন, তাহাদের পক্ষে "অপেরীণ" একমাত্র সুহৃদ ও অতি উৎকৃষ্ট অলৌকিক আবিষ্কার। ইহা বাহ্য প্রয়োগেই সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় এবং কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণার বা পারদাদি মিশ্রিত অনিষ্টকর পদার্থ নাই। যে কোনরূপ ফোঁড়া বাগী হউক না কেন, ইহা প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিলে মন্ত্রের ন্যায় বসিয়া যাইবে এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায় এরূপ আশু হিতকারী মহৌষধ প্রত্যেক গৃহস্থেরই অন্ততঃ ১ এক শিশি গৃহে রাখা আবশ্যক। সাধারণের পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷৹ আনা।

একত্রে ৩ „ „ ৩৲ „ „ „

সোল এজেন্ট—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।